দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 11 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

পরীক্ষা দিতে পারল না ৪০ হাজার খুদে শিক্ষার্থী

সৈয়দপুর প্রতিনিধি ●

প্রশ্নপত্র তৈরি না হওয়ায় নীলফামারী সদরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪০ হাজার শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষার প্রথম দিনের পরীক্ষা দিতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার সারা দেশে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, শনিব্যারের পরীক্ষার জন্য শুক্রবার সকাল থেকে উপজেলা শিক্ষা অফিসে প্রশ্নপত্র আনতে যান প্রধান শিক্ষকরা। কিন্তু উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রশ্নপত্র সরবরাহ করতে কালক্ষেপণ করতে থাকেন। বিকাল পর্যন্ত প্রশ্ন দিতে না পারায় শনিবারের পরীক্ষা সব শেষে গ্রহণ করা হবে বলে শিক্ষকদের জানান উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। বিষয়টি অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের জানাতে না পারায় গতকাল শিশুরা পরীক্ষা দিতে এসে ফিরে যায়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসূত্র জানায়, এক মাস আগে পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। তাই যথাসময়ে পরীক্ষা নিতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি আগেই গ্রহণ করার কথা।

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) খন্দকার শরিফুল ইসলাম বলেন, শুক্রবার ওয়ার্কশপে ব্যস্ত থাকায় প্রশ্নপত্রের বিষয়টি সমাধান করতে পারিনি। প্রেস প্রশ্নপত্র দিতে পারেনি। গতকাল শনিবারের পরীক্ষা সব শেষে গ্রহণ করা হবে।

অভিযোগ উঠেছে, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার গাফিলতির কারণেই নির্ধারিত দিনে পরীক্ষা শুরু হয়নি। দীর্ঘদিন থেকে ভারপ্রাপ্ত দিয়ে চলায় হ-য-ব-র-ল অবস্থায় রয়েছে অফিসটি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দিলীপ কুমার বণিক বলেন, পরীক্ষা না হওয়ায় দায়দায়িত্ব

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৬

পরীক্ষা দিতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে নিতে হবে। এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উপজেলা শিক্ষা অফিসসূত্র জানায়, নীলফামারী সদর উপজেলায় ২০৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। নিয়মানুযায়ী শুক্রবার প্রধান শিক্ষকদের কাছে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রশ্নপত্র সরবরাহের কথা।